পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

www.moef.gov.bd

১.১ ভূমিকা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটা বিশেষায়িত মন্ত্রণালয়। দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে প্রতিনিয়ত চাপ পড়ছে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান এবং সংকটাপন্ন হচ্ছে প্রতিবেশগত ভারসাম্য। বাংলাদেশ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পরিবেশ সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সরকার সংবিধানে ১৮(ক) অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়নকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। উক্ত অনুচ্ছেদ মোতাবেক রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে। জীব বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির নিরাপত্তা বিধান করবে। শুধু তাই নয়, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি ও গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.২ পরিচিতি

১৯৭৩ সালে Water Pollution Control Ordinance জারির মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণ করে পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রথম শুরু হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিভাগ এবং বন বিভাগ নামে দুটি বিভাগ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ০৩ আগস্ট ১৯৮৯ সালে তৎকালীন স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে পরিবেশ অধিদপ্তর নামকরণ করে বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর সমন্বয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়।

১.৩ ভিশন

টেকসই পরিবেশ ও বনের আচ্ছাদন।

১.৪ মিশন

প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা, গবেষণা, উদ্ভিদ জরিপ এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ ও বন নিশ্চিতকরণ।

১.৫ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিজ্ঞানভিত্তিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বসবাস উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে মোট বনভূমির পরিমাণ সম্প্রসারণ, বন ও বনজ সম্পদের উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সনাক্তকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ দূষণরোধ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং টেকসই পরিবেশ উন্নয়নই পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে।

১.৬ কর্মপরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস এর এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি নিম্নরূপ:

- Environment and Ecology.
- Matters relating to environment pollution control.
- Conservation of forests and development of forest resources (Government and Private), forest inventory, grading and quality control of forest products.
- Afforestation and regeneration of forest extraction of forest produce.
- Plantation of exotic cinchona and rubber.
- Botanical gardens and Botanical surveys.
- Tree plantation.
- Planning Cell—Preparation of schemes and coordination in respect of forest.
- Research and training in Forestry.
- Mechanised forestry operations.
- Protection of wild birds and animals and establishment of sanctuaries.
- Matters relating to marketing of forest produce.

চিত্র ১.১: বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৮ এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৮ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

- Administration of BCS (Forest).
- Liaison with International Organizations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry.
- All laws on subjects allotted to this Ministry.
- Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.
- Fees in respect of any of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in courts.

১.৭ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

সাংগঠনিক কাঠামো: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন মন্ত্রী এবং একজন উপমন্ত্রী। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রীদ্বয় মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে রয়েছেন সচিব। তিনি মন্ত্রণালয়ের প্রিন্সিপাল এ্যাকাউন্টিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রণালয়ের ০৫টি অনুবিভাগ রয়েছে।

জনবল: অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল ১৬৭ জন। কর্মরত জনবল ৯৪ জন। শূন্য পদ ৭৩টি।

সারণি ১.১: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের জনবল

ক্রমিক নম্বর	শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূণ্যপদ
১.	প্রথম শ্রেণি	৫০	৩৭	১৩
২.	দ্বিতীয় শ্রেণি	৩৮	১৬	২২
৩.	তৃতীয় শ্রেণি	৩৬	১৬	২০
৪.	চতুর্থ শ্রেণি	৪৩	২৫	১৮
৫.	মোট	১৬৭	৯২	৭৫

সাংগঠনিক কাঠামোর ছবি

চিত্র ১.২: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয়ের সাংগঠনিক

চিত্র ১.৩: জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৮ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বৃক্ষমেলা পরিদর্শন

১.৮ বাজেট

মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট বাজেট বরাদ্দ ১,৮৫,০৮০.৮৬ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ১,৮০,০৪১.৫৭ লক্ষ টাকা এবং অব্যয়িত অর্থ ৫,০৩৯.২৯ লক্ষ টাকা।

সারণি ১.২: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এর ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)			২০১৬-১৭ অর্থবছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)			২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকা)		
অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট
১৪৯৪৫১.৮৬	৩৫৬২৯.০০	১৮৫০৮০.৮৬	১৪৯২৭৭.৫৯	৩০৭৬৩.৯৮	১৮০০৪১.৫৭	১৭৪.২৭	৪৮৬৫.০২	৫০৩৯.২৯
			৯৯.৮৮%	৮৬.৩৫%	৯৭.২৮%	.১২%	১৩.৬৫%	২.৭২%

১.৯ মানবসম্পদ উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

অভ্যন্তরীণ: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত মোট ১৩১টি প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

বৈদেশিকঃ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মোট ২২৩ জন কর্মকর্তা ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বিদেশে সেমিনার/কর্মশালা/সিম্পোজিয়াম/শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/সভায় অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র ১.৪: টাঙ্গুয়ার হাওড়

১.১০ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভাগ/দপ্তরসমূহ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ০৭টি বিভাগ/দপ্তর রয়েছে যা নিম্নরূপ:

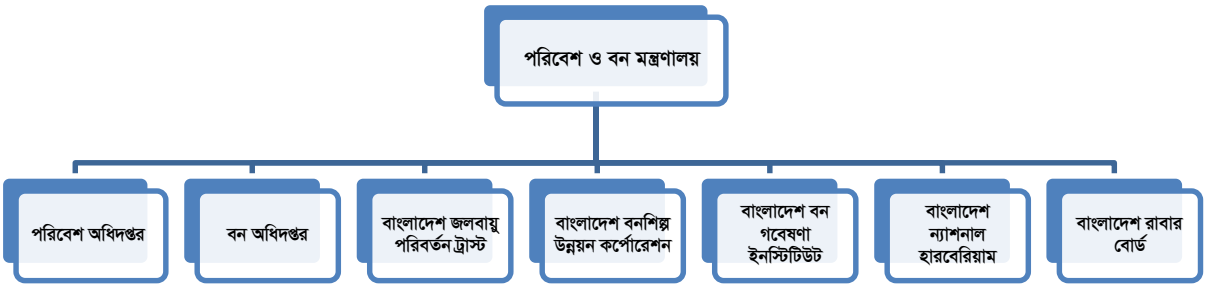

চিত্র ১.৫: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ বিভাগ/দপ্তরসমূহ

১.১১ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির মধ্যে থাকা দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। এ ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের ফোকাল মন্ত্রণালয় হচ্ছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় এবং বাংলাদেশের ক্ষতির বিষয়টি আন্তর্জাতিক অঙ্গণে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। মন্ত্রণালয়ের এ দায়িত্ব বিবেচনায় সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় করার নীতিগত সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছে। মন্ত্রণালয়ে ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন নামে একটি অনুবিভাগ সৃজন করা হয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় প্রধানত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, এ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডের সমন্বয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা ও স্বার্থ সংরক্ষণ, এ সংক্রান্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের বাংলাদেশ বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন ও পরিবীক্ষণ এবং অধীনস্থ সংস্থার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। বিগত ২০১৬-২০১৭ সময় পর্যন্ত এসকল বিষয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন রয়েছে; নিম্নে তা বর্ণনা করা হলোঃ

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনাঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্প্রতি Bangladesh Country Investment Plan প্রস্তুত করেছে যা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে

চিত্র ১.৬: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে খরা ও নদী ভাঙ্গন

বাংলাদেশের বিনিয়োগের একটি সমন্বিত পরিকল্পনা। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে গৃহীত প্যারিস চুক্তির অধীনে বাংলাদেশের Nationally Determined Contributions বা NDC বাস্তাবায়ন রোডম্যাপ ও অ্যাকশন প্ল্যাণ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে যা চুড়ান্তকরণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাংলাদেশের National Adaptation Plan বা NAP প্রস্তুতির কার্যক্রমও চলমান রয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক BCCSAP এর হালনাগাদকরণ কার্যক্রম চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং এবছরই তা চুড়ান্তকরণের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের ঝুঁকির বিষয়টি নিরূপণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী Country Vulnarability Assessment কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে প্রকল্পঃ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে এযাবত ২৬৯৭.৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৮৭টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে ২১৩টি প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্থায়নে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সমাপ্ত কার্যাবলীর মধ্যে ১৬.৪ কি:মি: উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, ৭২১৮টি সাইক্লোন সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ, ৩৫২.১২ কি:মি: বাঁধ নির্মাণ, ৮৭২.১৮৬ কি:মি: খাল খনন, ৪০.৪৭১ কি:মি: ড্রেন নির্মাণ, ২৮৪৯টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ১২০০০ ভাসমান সবজি বাগান নির্মাণ এবং একটি কমিউনিটি রেডিও স্টেশন নির্মাণ অন্যতম। এছাড়াও এই ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন অভিযোজন ও প্রশমন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বন অধিদপ্তর কর্তৃক Climate Resilient Participatory Afforastation and Reforestation প্রকল্পের অধীনে বনায়ন বৃদ্ধি এবং forest degradation রোধে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও 'Community Based Adaptation to Climate Change Through Coastal Afforastation in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে উপকূলীয় এলাকায় জনগণকে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। UN-REDD কর্মসূচীর অধীনে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বনভূমির উপর ঝুঁকি হ্রাসে কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। চরাঞ্চলের মানুষের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক 'Adaptation Initiative for Climate Vulnerable Offshore Small Islands and Riverine Char Lands in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য Adaptation Fund Board-এ প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও জলবায়ু সহিষ্ণু টেকনোলজি প্রাপ্তির লক্ষ্যে Climate Technology Centre & Network (CTCN) বরাবরে ০৫ (পাঁচ)টি প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে যা বর্তমানে বিবেচনাধীন। CDM বা Clean Development Mechanism এর অধীনে ১৩ (তের)টি প্রকল্প প্রস্তাব CDM Executive Board-এ প্রেরণ করা হয়েছে। এরূপ আরও ০৮ (আট)টি প্রস্তাব প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। JCM বা Joint Crediting Mechanism এর অধীন ইতোমধ্যে ০৪ (চার)টি energy efficient technology বাংলাদেশে স্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরও টেকনোলজি বাংলাদেশে হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ Short Lived Climate Pollutants বা SLCP এর সদস্য। এর অধীনে ১৬ (ষোল)টি অ্যাকশন প্ল্যাণ বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বঃ জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে বিভিন্ন কনফারেন্স, সেমিনার সভা ও কর্মশালায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের ঝুঁকির বিষয়টি উপস্থাপন ও জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৬ সালে UNFCCC এর অধীনে COP-22 সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে দেশের স্বার্থ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে। এছাড়াও LDC গ্রুপ এবং G-77 গ্রুপে বাংলাদেশের নেতৃত্ব ও অবস্থান সমুন্নত রাখা হয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় Adaptation Fund Board, Executive Committee on Loss and Damage ও Consultative Group of Exparts শীর্ষক বোর্ড/কমিটির সভায় বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করছে।

চিত্র ১.৭: জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন পদ্মা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প

১.১২ পরিবেশ সংরক্ষণে গৃহীত কার্যক্রম

১.১২.১ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

বায়ুদূষণ জনিত সমস্যা নিরসনে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে :

ইট ভাটা হতে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ : 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩' ০১ জুলাই ২০১৪ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়েছে। এ আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে সনাতন পদ্ধতির ইট-ভাটাসমূহের মধ্যে এ যাবৎ ৬৫.৫৮% ভাগ ইট-ভাটা পরিবেশ বান্ধব আধুনিক প্রযুক্তিতে রূপান্তর করা হয়েছে।ইতোমধ্যে ইটভাটা সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অবৈধ ইটভাটা পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে ১৪৯টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ২,১১৭৩০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ইতোমধ্যে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৮ জারি করা হয়েছে।

যানবাহন হতে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রন : ২০১৬-১৭ সনে সারাদেশে মোট ৫৬ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে পেট্রোল ও ডিজেল চালিত মোট ৪২৮ টির অধিক মোটরবাইক, কার, মাইক্রোবাস, মিনিবাস, বাস, ট্রাক, মিনিট্রাক এবং অটোরিক্সার নিঃসৃত ধোঁয়া পরিবীক্ষণ ও ফলাফল বিশ্লেষণপূর্বক ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৮০০ শত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ সালে সারাদেশে ৩৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। মোবাইল কোর্ট দায়ের এর মাধ্যমে ১১৯টি মামলার বিপরীতে মোট -৩,২০,৭০০ টাকা আদায় করা হয়।

চিত্র ১.৮: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

বায়ু দূষণ মনিটরিং ঃ বায়ু দূষণ রোধের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৪৮৬.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ 'Clean Air & Sustainable Environment (CASE)' প্রকল্পটি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় বায়ুদূষণ মাত্রা পরিমাপ করার নিমিত্ত ঢাকায় ৩টি, চট্টগ্রামে ২টি, রাজশাহী, খুলনা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট ও বরিশাল শহরে ১টি করে সারাদেশে মোট ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন চালু রয়েছে। বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে সারাদেশের ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বায়ুমান সূচক কেস প্রকল্পের ওয়েবসাইটে (case_moef.gov.bd) প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়া নতুন ৫টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যা আগামী মার্চ ২০১৯ এর মধ্যে সম্পুর্ণ হবে।

চিত্র ১.৯: মরু ময়তা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ইসতিয়াক আহমেদ

জ্বালানি সাশ্রয়ী (বন্ধু চুলা) গ্রামীণ চুলার প্রচলন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন উদ্যোগ : বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ও ভারতের অর্থায়নে সারাদেশে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১২০০ জন বন্ধু চুলার উদ্যোক্তা গড়ে তোলা হয়েছে এবং ২,২০,০০০ (দুই লক্ষ বিশ হাজার) বন্ধু চুলা স্থাপন করা হয়েছে।

১.১২.২ পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীসহ অন্যান্য ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির মান নিয়মিত মনিটরিং করে থাকে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নদীসহ বিভিন্ন উৎস হতে সর্বমোট ৩২৪৮ টি ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর বর্তমানে ২৮টি নদীর ৬৬টি স্থানে পানির গুণগত মান নিয়মিত মনিটরিং করছে।

১.১২.৩ শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ২৫৫টি শিল্পকারখানায় Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপিত হয়েছে। চামড়া শিল্প হতে ঢাকা শহর ও বুড়িগঙ্গা নদীর পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য হাজারীবাগ ট্যানারীগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনপূর্বক সাভারের হরিণধরা এলাকায় স্থানান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১.১২.৪ শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে টিভিসি নির্মাণ ও প্রচার কর্মসূচির অধীনে টার্গেট গ্রুপ অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক ৫টি টিভিসি নির্মিত হয়েছে এবং দুটি ধাপে মোট ১১টি টিভি চ্যানেল প্রচার করা হয়েছে। গত ২৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে আর্ন্তজাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস উদযাপিত হয়েছে। ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৪০টি স্থানে নিরব এলাকা চিহ্নিত সাইনপোস্ট করা হয়েছে। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ টেলিভিশন চ্যানেলসমূহ গুরুত্ব সহকারে প্রচার করেছে। পত্র-পত্রিকায়ও কার্যক্রমের সংবাদ এবং শব্দদূষণ বিষয়ে বিশেষ প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১৬-১৭=১১২৩৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত অংশীদারিত্বমূলক কর্মসূচির আওতায় ঢাকা শহরের শব্দের মাত্রা পরিমাপের জন্য রাজধানীর ৭০টি পয়েন্টসহ অন্যান্য বিভাগীয় শহরের ২০৬টি) পয়েন্টে এ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

১.১২.৫ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ (এনফোর্সমেন্ট) কার্যক্রম

এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৫৭১ পরিবেশ দূষণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ১৯.২৩ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করে বকেয়াসহ ১১.৪৭ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

১.১৩ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জীব নিরাপত্তা বিধানে গৃহীত কার্যক্রম

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১৩টি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। কো ম্যানেজমেন্ট কমিটির মাধ্যমে প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকাসমূহে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

সারণি ১.৩ : প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নম্বর	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার নাম	প্রতিবেশের ধরন	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার বছর
১	সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের চতুর্দিকে ১০ কিমি বিস্তৃত এলাকা	উপকূলীয় এলাকা	সাতক্ষিরা, বাগেরহাট, খুলনা, বরগুনা, পিরোজপুর	২৯২,৯২৬	১৯৯৯
২	কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত	উপকূলীয় এলাকা	কক্সবাজার	২০,৩৭৩	১৯৯৯
৩	সেন্টমার্টিন দ্বীপ	কোরালসহ সামুদ্রিক দ্বীপ	টেকনাফ উপজেলা, কক্সবাজার	১,২১৪	১৯৯৯
৪	সোনাদিয়া দ্বীপ, কক্সবাজার	ম্যানগ্রোভ, খাড়ি ও বালিয়াড়িসহ উপকূলীয় দ্বীপ	কক্সবাজার	১০,২৯৮	১৯৯৯
৫	হাকালুকি হাওর	হাওর এলাকা	সিলেট-মৌলভীবাজার	৪০,৪৬৬	১৯৯৯
৬	টাঙ্গুয়ার হাওর	হাওর এলাকা	তাহিরপুর ও ধর্মপাশা উপজেলা সুনামগঞ্জ	৯,৭২৭	১৯৯৯
৭	মারজাত বাওড়,	অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ	কালিগঞ্জ উপজেলা, ঝিনাইদহ চৌগাছা উপজেলা, যশোর	৩২৫	১৯৯৯
৮	গুলশান-বারিধারা লেক	নগর-জলাভূমি	ঢাকা মহানগর	১০১	২০০১
৯	বুড়িগঙ্গা নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	১৩৩৬	২০০৯
১০	তুরাগ নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	১১৮৪	২০০৯
১১	বালু নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	১৩১৫	২০০৯
১২	শীতলক্ষ্যা নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	৩৭৭১	২০০৯
১৩	জাফলং-ডাউকি নদী	উভয় তীরে ৫০০ মিটার প্রস্থের এলাকাসহ নদী	সিলেট	১৪৯৩	২০১৫

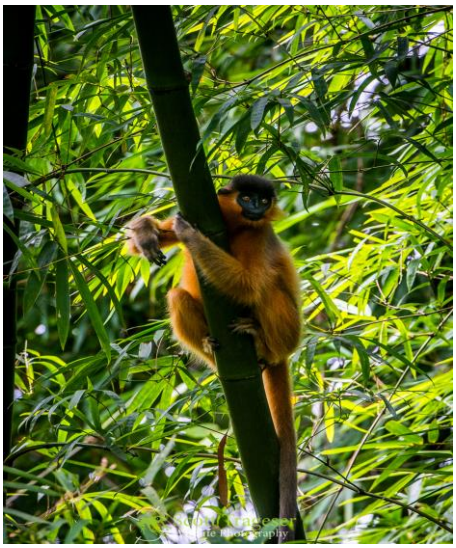

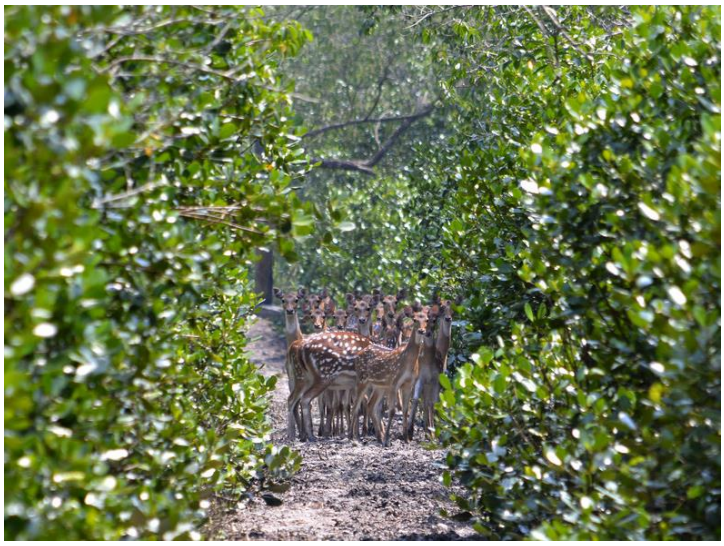

চিত্র ১.১০: লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে ও সুন্দরবনে বন্যপ্রাণী

১.১৪ বনায়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশে বর্তমানে বনভূমির আয়তন প্রায় ২৬,০০,০০০ (ছাব্বিশ লক্ষ) হেক্টর। দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৭.৬২% সামাজিক বনায়নসহ বনভূমি। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৬,০০,০০০ (ষোলো লক্ষ) হেক্টর যা দেশের আয়তনের প্রায় ১০.৮৪%। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সংরক্ষিত বন এলাকা ঘোষণার পরিমান ২,৭৬০.৮০ হেক্টর। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সামাজিক বনায়নকৃত এলাকার সৃজিত বাগানের আয়তন ৫,০৮০.২১ হেক্টর ও ২,৩৫৮.২২ কিলোমিটার। উপকারভোগীর সংখ্যা পুরুষ ১৪,৫২৭ জন এবং মহিলা ৪,৩০৮ জনসহ মোট ১৮,৮৩৫ জন। বিতরণকৃত লভ্যাংশের পরিমাণ ২৪,৫৪,২৮,৮২৯ টাকা। বিক্রয় ও বিতরণের মাধ্যমে ৩০.৩০ লক্ষ চারা রোপণ করা হয়েছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সামাজিক বনায়নকৃত এলাকার সৃজিত বাগানের আয়তন ১০১৭৮.৬৩ হেক্টর ও ২৬২৬.১৮ কিলোমিটার। উপকারভোগীর সংখ্যা মহিলা ৬৯৩৫ জনসহ মোট ২৫৬০৩ জন। বিতরণকৃত লভ্যাংশের পরিমান ৬৩,৬৬,৪৬,২৫৫.৭৭ টাকা। বিক্রয় ও বিতরণের মাধ্যমে ৪৮,৫৯,৮৮০ টি চারা রোপণ করা হয়েছে।

চিত্র ১.১১: স্ট্রিপ বাগান

১.১৫ ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নয়ন

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তি উন্নয়নে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহ নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ :

- মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। জানুয়ারী, ২০১৭ হতে মন্ত্রণালয়ে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে ।
- সকল কর্মকর্তাদের দপ্তরের নিজস্ব ডোমেইনে ইমেইল অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হয়েছে। এতে সকল কর্মকর্তা ইমেইল ব্যবহার এর সুযোগ পাচ্ছে।
- ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ফেইসবুক পেজ চালু করা হয়েছে। ফেইসবুকে মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিয়মিতভাবে ছবিসহ সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হচ্ছে।

১.১৬ জনসচেতনেতা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম এবং বিভিন্ন দিবস উদযাপন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭ উদযাপন: প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ৫ জুন তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপিত হয়। জাতীয় পর্যায়ে ৫ জুন ২০১৭ তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপিত হয়। এবছর জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি কর্তৃক বিশ্ব পরিবেশ দিবসের স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছিল **"I'm with Nature "** যার বাংলা ভাবানুবাদ করা হয়েছে, **'আমি প্রকৃতির, প্রকৃতি আমার'**

এবং প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল- **"Connecting People to Nature''** যার ভাবানুবাদ **"প্রাণের স্পন্দনে, প্রকৃতির বন্ধনে"** বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০১৭ উদযাপন এবং পরিবেশ মেলা-২০১৭ ও বৃক্ষমেলা-২০১৭ শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৭ঃ বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষায় যাঁরা 'নিবেদিতভাবে' কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁদের জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রবর্তন করা হয়েছে। এ বছর পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ (ব্যক্তিগত) ক্যাটাগরিতে ড: গাজী মো: সাইফুজ্জামান, জেলা প্রশাসক, বরিশাল, পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ (প্রাতিষ্ঠানিক) ক্যাটাগরিতে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর এবং পরিবেশগত শিক্ষা ও প্রচার (ব্যক্তিগত) ক্যাটাগরিতে জনাব মোকারম হোসেন-কে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৭ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে দুই ভরি ওজনের স্বর্ণের বাজার মূল্যের সমপরিমান নগদ অর্থ ও ৫০ হাজার টাকার একটি চেক, ক্রেস্ট এবং সনদ প্রদান করা হয়।
জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জেলখাল সহ বরিশালের ২৩টি খাল অপদখলমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করে জনগণের অবাধ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ড: গাজী মো: সাইফুজ্জামান, জেলা প্রশাসক, বরিশাল-কে এ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। জনাব মোকারম হোসেনকে প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে লেখনির মাধ্যমে জনসচেতনা সৃষ্টিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য

এবং পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস ব্যবহারে সাশ্রয়ী প্রযুক্তি প্রয়োগ, কার্যকর ইটিপি ও ইনসিনারেটর স্থাপনের মাধ্যমে কারখানায় সৃষ্ট তরল ও কঠিন বর্জ্য যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাসহ পরিবেশ সংরক্ষণে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ-কে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৭ প্রদান করা হয়।

জাতীয় পরিবেশ মেলা ২০১৭ আয়োজন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০১৭ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের পাশে বাণিজ্য মেলার মাঠে ০৭দিন ব্যাপী পরিবেশ মেলা আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত মেলা শুভ উদ্বোধন করেন। দেশী-বিদেশী অনেক প্রতিষ্ঠান মেলায় পরিবেশ বান্ধব পণ্য ও প্রযুক্তি প্রদর্শন করে।

বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার: সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃক্ষরোপন অভিযানকে একটি স্থায়ী চলমান স্বত:স্ফুর্ত কার্যক্রমে পরিণত করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রাণিত ও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বৃক্ষরোপনে যারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাদেরকে "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার" প্রদান করা হয়। ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতি বছর এ পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত বৃক্ষরোপন কর্মকান্ডকে মোট ১০টি শ্রেণিভুক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণিতে ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার প্রদান করা হয় ।

বিশ্ব বাঘ দিবস: সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশে ২৯ জুলাই, ২০১৬ তারিখে বিশ্ব বাঘ দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বাগেরহাটে, র‍্যালি এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া খুলনা দাকোপ এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। গত বছর ক্যামরা ট্র্যাপিং পদ্ধতিতে জরিপ করে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা গড়ে ১০৬টি পাওয়া গিয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বাঘ সংরক্ষণে Bangladesh Tiger Action Plan এবং USAID এর সহায়তায় The Bengal Tiger Conservation Plan (BAGH) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

১.১৭ গবেষণা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট: পরিবেশ বন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট ৬৩টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। গবেষণায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সংখ্যা ১০টি। আন্তর্জাতিক ও দেশীয়জার্নালে ২৫টি গবেষণাপ্রবন্ধ/পপুলারআর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নিউজলেটারে গবেষণা প্রবন্ধ/ পপুলার আর্টিকেলের সংখ্যা ৩০টি। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটে বাঁশ ব্যবহার করে কম্পোজিট প্রোডাক্টসদ্বারা দৃষ্টিনন্দন দরজা ও পার্টিশন তৈরির কৌশল উন্নয়ন করা হয়েছে। ২৬টি বৃক্ষের কার্বণের পরিমাণ নিরুপণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নিলফামারী জেলার ডোমার উপজেলায় "আঞ্চলিক বাঁশ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরবিআরটিসি) স্থাপন" প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

চিত্র ১.১২: টাঙ্গুয়ার হাওড়ের অতিথি পাখি

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ১,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় মাঠ পর্যায়ে ০৬টি জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। ১৪০০ টি উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ ও ১০৮৬ টি উদ্ভিদ নমুনার এক্সসেশন নম্বর প্রদান এবং ২,১৩৯টি উদ্ভিদের নমুনা সনাক্তকরণ করা হয়েছে। এছাড়া ১০৫০টি উদ্ভিদের নমুনার ডাটাবেইজ তৈরি এবং ল্যাবরেটরিতে দুটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

১.১৮ প্রশাসনিক কার্যক্রম ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন:

সরকারি কাজের ক্ষেত্রে গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের ধারাবাহিকতা সূত্রে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির সফল বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ছয়টি দপ্তর/সংস্থা যথাক্রমে পরিবেশ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম এর সাথে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি সম্পর্কিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রণিত ক্যালেন্ডার মোতাবেক বাস্তবায়ন করেছে। ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ২০৩০ ও মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতি-পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইড লাইন মোতাবেক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া একই অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ০৬টি দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন মনিটরিং করা হয়েছে। অধিকন্তু ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন:

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ে এবং অধিদপ্তরসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারণ করা হয়েছে। জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের সহজলভ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

ইনোভেশন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণিত প্রজ্ঞাপন মোতাবেক পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে ০৯ সদস্য বিশিষ্ট ইনোভেশন টিম কাজ করে যাচেছ। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রণিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইনোভেশন কমিটির সদস্যগণ নিয়মিত মনিটরিং করেন। এছাড়া ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ইনোভেশন সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

আইন/বিধিমালা/নীতিমালা/গাইড লাইন প্রণয়ন

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭ ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০১৭ এবং জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল (National Conservation Strategy-NCS) এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। কঠিণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক পণ্য হতে সৃষ্ট বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ এবং টাঙ্গুয়ার হাওর ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১.১৯ প্রকাশনা

- বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষ্যে সুদৃশ্য ও তথ্য সমৃদ্ধ একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
- জাতীয় পরিবেশ পদক, ২০১৭ এর পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
- সর্বসাধারণের অবগতি এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেসরকারী বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের প্রধান প্রধান সংবাদের বিরতিতে টিভি স্পট/স্ক্রল সম্প্রচার করা হয়েছে।
- জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সর্বসাধারণের অবগতি এবং গণসচেতনতামূলক ৬২টি বিজ্ঞপ্তি/গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬ যথাসময়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

চিত্র ১.১৩: প্রকৃতি ও সুন্দরবন

১.২০ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের বিবরণ

সারণি ১.৪: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প সংক্রান্ত বিবরণী

ক্রমিক নম্বর	অধিদপ্তর/ সংস্থার নাম	প্রকল্প সংখ্যা		মোট বরাদ্দ জিওবি প্রকল্প সাহায্য		জুন পর্যন্ত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	
		এডিপি	আরএডিপি	এডিপি	আরএডিপি	অবমুক্তি	ব্যয়
১	বন অধিদপ্তর	১৪টি	১৯টি	১৫২২৩.০০ ৯৮৫৪.০০ ৫৩৬৯.০০	১৭৪০৭.০০ ১২১০৪.০০ ৫৩০৩.০০	১৩৫৪২.০০ (৭৭.৭৯%)	১২৯৩১.৫০ (৭৪.২৮%)
২	পরিবেশ অধিদপ্তর	৮টি প্রকল্প	৯টি প্রকল্প	৯৯৭৬.০০ ৯৯৬.০০ ৮৯৮০.০০	৮৭৯৪.০০ ৬২১.০০ ৮১৭৩.০০	৮৭৫৭.১৯ (৯৯.৫৮%)	৮০৭৯.২৩ (৯১.৮৭%)
৩	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	কেস প্রকল্পের ১ টি অংগ	কেস প্রকল্পের ১ টি অংগ	৮০০০.০০ ৯৬.০০ ৭৯০৪.০০	৫০৯৬.০০ ৯৬.০০ ৫০০০.০০	৫০৯০.০০ (৯৯.৮৮%)	৫০৬৩.০০ (৯৯.৩৫%)

ক্রমিক নম্বর	অধিদপ্তর/ সংস্থার নাম	প্রকল্প সংখ্যা		মোট বরাদ্দ জিওবি প্রকল্প সাহায্য		জুন পর্যন্ত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	
		এডিপি	আরএডিপি	এডিপি	আরএডিপি	অবমুক্তি	ব্যয়
৪	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৩টি প্রকল্প	৩টি প্রকল্প	১০৫৪.০০ ২৬০.০০ ৭৯৪.০০	১২০৯.০০ ২৩৪.০০ ৯৩৫.০০	১২০৯.০০ (১০০%)	১০৯১.০০ (৯০.৩২%)
৫	বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম	১টি	১টি	৪৩৬.০০ ৪৩৬.০০ ০.০০	৪০০.০০ ৪০০.০০ ০.০০	৪০০.০০ (১০০%)	৩৭১.৮২ (৯২.৯৬%)
৬	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	১টি	২টি	১১৩০.০০ ১১৩০.০০ ০.০০	৯৯১.০০ ৯৯১.০০ ০.০০	৭৩৪.০০.০০ (৭৪.০৯%)	৫১৭.১৩ (৫২.১৮%)
৭	বিএফআইডিসির নিজস্ব অর্থায়নের প্রকল্প	১টি	১টি	১৫০৪.০০ ১৫০৪.০০ ০.০০	১৫৪২.০০ ১৫৪২.০০ ০.০০	১৩৬.০৯ (৮.৮৩%)	৮৮.১২ (৫.৮৬%)
সর্বমোট		২৮টি প্রকল্প ও ০১ টি অংগ	৩৫ টি প্রকল্প ও ০১ টি অংগ	৩৭৩২৩.০০ ১৪২৭৬.০০ ২৩০৪৭.০০	৩৫৪৩৯.০০ ১৫৯৮৮.০০ ১৯৪৫১.০০	২৯৮৬৮.৫২ (৮৪.২৮%)	২৮১৪২.৭৭ (৭৯.৪১%)

সারণি ১.৫: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপর্ণ প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) (জিওবি/দাতা সংস্থা)	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)
১	Strengthening the Environment, Forestry and Climate Change Capacities of Ministry of Environment and Forests (অক্টোবর ২০১৩ মে ২০১৮)	৩৪৮৬.০০ লক্ষ টাকা (FAO, USAID)	৩২৪.০০	৯৮.৭১%
২	Climate Finance Governance (CFG) Project (জানুয়ারি ২০১৩ - ডিসেম্বর ২০১৮)	৪৩০০.০০ লক্ষ টাকা (GIZ)	৬২০.০০	৯৩%
৩	Community Based Sustainable Mangement of Tanguar Haour (Bridging Phase) সেপ্টেম্বর ২০১৬- ডিসেম্বর ২০১৮)	৩৪৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	২৩৪.০০	৪৪%

১.২১ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপ:

সারণি ১.৬ : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক নম্বর	ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়নের মেয়াদ
১	সমুদ্র সম্পদ পরিবেশ সম্মত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Action Plan প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	২০১৬-২০
২	সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে প্রকল্প প্রণয়ন	২০১৬-২০
৩	INDC বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	২০১৬-২০
৪	বিদ্যমান আইনসমূহ পর্যালোচনা ও যুগোপযোগিকরণ, নতুন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন	২০১৬-১৮
৫	জেগে উঠা চর এবং ডুবোচরে বনভূমি সৃজন করে সমুদ্র হতে ভূমি উত্তোলনের বিষয়ে একটি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন	২০১৬-১৮

চিত্র ১.১৪: রাতারগুল জলাভূমির বন